দক্ষিণের দর্পন বার্তা

সম্পাদকীয়

সারা পৃথিবী জুড়ে এক কঠিন অসুখে আক্রান্ত আমাদের সবার প্রিয় সবার ভালবাসার বস্তু বই। একের পর এক বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে বইরা একে একে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ত্রিস চল্লিশ বছর আগে কলেজস্ট্রীট সারাদিন গম গম করত মানুষের ভিড়ে। আমরা নিজেরাই দেখেছি মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বই কিনছে। আমাদের ছোটবেলায় দেবসাহিত্য কুটিরের বা আনন্দ পাবলিশার্সের পূজাবার্ষিকী পুজোর জামা কাপড়ের সঙ্গে অবশ্যই বাড়িতে আসতো আর বড়দের জন্যে আসতো দেশ বা অমৃতবাজার। আমি জানিনা এখন কটা বাড়িতে পুজোর জামা কাপড়ের সঙ্গে পূজাবার্ষিকী আসে। একটা সময় প্রায় প্রতি পাড়ায় একটা করে লাইব্রেরী ছিল যেখানে আজকাল মানুষের পায়ের ধুলো আর পরেনা, বইগুলোতেই জমছে ধুলোর স্তর। বইয়ের ওপর ভাইরাস এর আক্রমন বিভিন্ন দিক থেকে এসে চক্রব্যূহর মত ঘিরে ধরেছে। একদিকে টিভির শতাধিক চ্যানেল আর তার সঙ্গে নেটফ্লিক্স, আমাজন, হইচই আরও কত বিনোদনের হাতছানি তার ওপরে আছে ইউটিউব, হোয়াটস্অ্যাপ, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম এর আক্রমন। এই বহুমুখী আক্রমনের মধ্যে প’রে আমাদের প্রিয় বইয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

এই রকম এক পরিস্থিতিতে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি দক্ষিণের দর্পণের তৃতীয় সংখ্যা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা আমাদের পত্রিকা এবারে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমেও প্রকাশ করছি যাতে আমাদের পত্রিকা আরও অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। পত্রিকা এবং বইপ্রেমি মানুষের তরফ থেকে আমরা বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশানের কতৃপক্ষকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ এই পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্যে।

ধন্যবাদান্তে,

ডঃ তিমির ভট্টাচার্য্য
পত্রিকা মুখ্য সম্পাদক